ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০

(ACT NO. ৩৭ OF ১৯৮০)

[1][মানসম্মত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি আবাসিক ইসলামী] বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু [মানসম্মত শিক্ষাদান এবং ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের অধিভুক্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে একটি] আবাসিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও তৎসংক্রানত বিষয়াদি সমপর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরনামা

১। এই আইন ১৯৮০ সালের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে,-

(ক) " [2][একাডেমিক] কাউন্সিল" বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের [3][একাডেমিক] কাউন্সিল বুঝাইবে;

[4][(কক) "মাদ্রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি" বলিতে ২২ক ধারায় বর্ণিত মাদ্রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি বুঝাইবে;]

(খ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে ১৮ ধারায় বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বুঝাইবে;

(গ) "কমিশন" বলিতে ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বুঝাইবে;

[5][(গগ) "কারিকুলাম কমিটি" বলিতে ২৫ক ধারায় বর্ণিত কারিকুলাম কমিটি বুঝাইবে;]

(ঘ) "ডীন" বলিতে একটি ফ্যাকালটির [6][একাডেমিক] প্রধান বুঝাইবে;

(ঙ) "নির্ধারিত" বলিতে সংবিধি, অধ্যাদেশ বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(চ) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ ৩ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়;

(ছ) "শিক্ষক" বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক বুঝাইবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(জ) "সংবিধি","অধ্যাদেশ" ও "প্রবিধান" বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত সংবিধি, অধ্যাদেশ ও প্রবিধান বুঝাইবে;

(ঝ) "সিন্ডিকেট" বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বুঝাইবে;

(ঞ) "ছাত্রাবাস" বলিতে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য এমন একটি আবাসিক একাংশ বুঝাইবে, বিশ্ববিদ্যালয় যে একাংশের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, ছাত্রদের বিধিসংগত শিক্ষা-বহির্ভূত কার্যাবলীর উৎকর্ষসাধনের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়

৩। (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী [7][***] একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, যাহা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত হইবে।

[8][(১ক) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে স্থান নির্ধারণ করিবে সে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।]

(২) প্রথম চ্যান্সেলর ও প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর এবং সিন্ডিকেট ও [9][একাডেমিক] কাউন্সিলের প্রথম সদস্যবর্গ এবং ইহার পর যে সকল ব্যক্তি অনুরূপ অফিসার বা সদস্য হইবেন, তাঁহারা যতদিন অনুরূপ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন কিংবা সদস্য থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের লইয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উক্ত নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৪) সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যেমন নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ এলাকা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাস গঠিত হইবে।

এখতিয়ার

[10][৪। (১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে এবং ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের অধিভুক্তকরণ কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় এই আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৫। এই আইন ও ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশের বিধানাবলী -সাপেক্ষে এবং যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ শর্তাবলী-সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলী থাকিবেঃ-

[11][(ক) ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষার অন্যান্য শিক্ষণ-শাখাসমূহ এবং তুলনামূলক আইনবিজ্ঞান ও অনুরূপ অন্যান্য শিক্ষণ-শাখাসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা-চর্চার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ ব্যবস্থা

গ্রহণ এবং গবেষণা ও উচ্চতর-গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ জ্ঞানের অগ্রসরতা ও বিকিরণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;]

(খ) শিক্ষাক্রম নির্ধারণ;

(গ) পরীক্ষা গ্রহণ এবং সেই সকল ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রী ও অন্যান্য [12][একাডেমিক] সম্মান মঞ্জুর ও প্রদান করা, যে সকল ব্যক্তি-

(কক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করিয়াছেন, অথবা

(খখ) সংবিধিতে বিধৃত শর্তাবলীর অধীন গবেষণা বা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন পরিচালনা করিয়াছেন;

(ঘ) সংবিধিতে বিধৃত আকারে সম্মানসূচক ডিগ্রী বা অন্যান্য সম্মান প্রদান;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল ব্যক্তিকে স্থির করিয়া দিবেন, সেই সকল ব্যক্তির জন্য বক্তৃতা ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সংবিধিতে বিধৃত শর্তাবলীর অধীন তাঁহাদিগকে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রকারে এবং যে উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করিয়া দিবেন, সেই প্রকারে এবং সেই উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করা;

(ছ) অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন শিক্ষকের পদ প্রবর্তন এবং সংবিধি অনুযায়ী সেইগুলিতে লোক নিয়োগ করা;

(জ) নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী ফেলোশীপ, স্কলারশীপ, পুরস্কার ও মেডেল প্রবর্তন ও বিতরণ;

(ঝ) অধ্যাদেশ দ্বারা যেরূপ ফিস নির্ধারণ করা হইবে, সেইরূপ ফিস দাবী ও আদায় করা;

(ঞ) শিক্ষাদান ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য [13][একাডেমিক] যাদুঘর, পরীক্ষাগার, বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সেইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;

(ট) ছাত্রাবাসসমূহ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঠ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাস ও শৃঙখলা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, তাঁহাদের পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কার্যাবলীর উন্নতিবর্ধন এবং তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) ইহার কার্যাবলী সমপাদনে অথবা এই আইনের উদ্দেশ্য পালনে অন্যান্য যে সকল কাজ প্রয়োজন, প্রসঙ্গিক বা সহায়ক হইবে, সেই সকল কাজ করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান

৬। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল অনুমোদিত শিক্ষাদান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক পরিচালিত বক্তৃতা, পরীক্ষাগারে বা ওয়ার্কশপে অনুষ্ঠিত অনুপাঠ ও অন্যান্য শিক্ষাদান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কোন কর্তৃপক্ষের উপর থাকিবে, তাহা সংবিধিতে নির্ধারিত থাকিবে।

(৩) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অধ্যাদেশ ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ভিজিটর

[14][***]

চ্যান্সেলর

৮। (১) গণপ্রজাতন্ত্রী [15][বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি] বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর থাকিবেন এবং উপস্থিত থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানসমূহে [16][একাডেমিক] ও সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের জন্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) এই আইন বা সংবিধি দ্বারা চ্যান্সেলরকে যেইমতো ক্ষমতা প্রদান করা হইবে, তিনি সেইমতো ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

(৩) কোন সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের প্রতিটি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের অনুমোদন লইতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারগণ

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নরূপ অফিসারগণ থাকিবেনঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর,

[17][(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;]

(খ) কোষাধ্যক্ষ,

(গ) রেজিস্ট্রার,

(ঘ) ডীন,

(ঙ) কন্ট্রোলার অফ একজামিনেশনস্,

(চ) সংবিধি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার হিসাবে ঘোষিত অন্য যে কোন অফিসার।

ভাইস-চ্যান্সেলর

১০। (১) চ্যান্সেলর যে শর্তাবলী নির্ধারণ করিয়া দিবেন, সেইমতো তিনি চার বৎসরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করিবেন।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর কোন সময় অনুপস্থিত থাকিলে অথবা অসুস্থতাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে তাঁহার কার্যাবলী সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, চ্যান্সেলর ভাইস-

চ্যান্সেলরের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১১। (১) ভাইস-চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন নির্বাহী ও [18][একাডেমিক] অফিসার থাকিবেন।

(২) ভাইস-চ্যান্সেলর চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করিবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কর্তৃপক্ষ অথবা প্রতিষ্ঠানের কোন সভাতে উপস্থিত থাকিতে এবং কথা বলিতে পারিবেন, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য না হইলে তাহাতে তাহার ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর এই বিধানসমূহ, সংবিধি ও অধ্যাদেশসমূহ বিশ্বস্ততার সহিত পরিপালিত হইতেছে কিনা, সে সমপর্কে নিশ্চিয়তাবিধান করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৪) জরুরী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করিলে সেইমতো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তৎপর সাধারণতঃ যে অফিসার, কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য যে প্রতিষ্ঠান বিষয়টি সম্পর্কে কাজ করেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে যথাশীঘ্র তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একটি রিপোর্ট প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় ভাইস-চ্যান্সেলরকে এইরূপ কোন ক্ষমতা প্রদান করে না, যাহাতে তিনি নুতন পদ সৃষ্টি করিতে পারেন অথবা অনুমোদিত বার্ষিক বাজেটে প্রদর্শিত অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন।

(৫) ভাইস-চ্যান্সেলর অনধিক ছয় মাসের জন্য কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত অফিসার, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নিয়োগের বিষয় সিন্ডিকেটের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্বেই অনুমোদিত নহে, এইরূপ কোন পদে লোক নিয়োগ করা যাইবে না।

(৬) ভাইস-চ্যান্সেলর সিন্ডিকেটের অনুমোদন লইয়া, তিনি প্রয়োজন বিবেচনা করিলে তাঁহার এইরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল অফিসারকে উপযুক্ত মনে করিবেন, সেই সকল অফিসারের নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৭) ভাইস-চ্যান্সেলর সিন্ডিকেট ও [19][একাডেমিক] পরিষদের সভা আহবান করিবেন।